148

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

মির্জাপুরে শিক্ষকের অভাব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ২৩শে ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– অধ্যয়নরত ছাত্র–ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় মির্জাপুর থানার অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। এই থানার ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র–ছাত্রীদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে অনুমোদিত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ক্লাস নেয়া হয় বলেও থানা শিক্ষা অফিসের একটি নির্ভরশীল সূত্র থেকে জানা গেছে।

উক্ত সূত্রটি জানায়, গত অক্টোবর–নভেম্বরে প্রধান এবং সহকারী মিলে ২৭ জন শিক্ষক নিয়োগদানের পরও এ থানায় প্রধান এবং সহকারী মিলে ১৯ জন শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ ১০টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ ৯টি। এছাড়াও এ থানার জামুর্কী, পাকুল্যা, মাটিয়াচড়া, পোষ্ট কামুরী, দেওহটা, গেড়ামারা এবং বহরিয়াসহ প্রায় ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। এ থানার ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর নিকট থেকে চাঁদা তুলে অনুমোদিতভাবে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই বিদ্যালয় ২টি হল গেড়ামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বহরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গেড়ামারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ১ টাকা করে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে রাজিয়া সুলতানাকে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বহরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই হারে চাঁদা তুলে কণিকা পালকে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।